তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ... কলাম.... ... .

শিক্ষানীতির এসব দিক নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এ আলোচনায় এবার আসা যেতে পারে বর্তমান সরকার শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলে যা কিছু করছে সে প্রসঙ্গে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ও বিরোধী বিএনপি-জামায়াত জোটের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছে তখন পরপর স্কুলের পঞ্চম ক্লাসের প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট এবং অষ্টম ক্লাসের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। এই পরীক্ষায় পাসের হার ৯০%-এর বেশি এবং জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সময়মতো পরীক্ষা নেয়া, পরীক্ষার এই বিরাট সাফল্য এবং তার পরপরই ছাত্রদের পাঠ্যবই সময়মতো সরবরাহ করাকে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী কাড়া নাকড়া বাজিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অর্জন হিসেবে প্রচার করলেন। একে নিজেদের শিক্ষানীতির সাফল্য হিসেবেও আখ্যায়িত করতে তাদের অসুবিধা হল না!

সময়মতো পরীক্ষা নেয়া এবং ছাত্রদের বই সরবরাহ করা যে কোনো সরকারের একটা সাধারণ রুটিন কাজ। কেউ এটা করতে ব্যর্থ হলে তার সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু রুটিন কাজ করলে তার জন্য ঢেঁড়ি পেটানোর কোনো ব্যাপার আগে দেখা যায়নি। এই রুটিন ব্যাপারকে যে সরকারি সাফল্য হিসেবে বড় করে তুলে ধরা যায়, তা কোনো সরকারই মনে করেনি। তাদের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আওয়ামী জোট সরকার এই 'সাফল্যকে' আঁকড়ে ধরে, প্রচার চালিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা করেছিল। পরীক্ষায় কত ছাত্র পাস করবে এটা সরকারিভাবেও ঠিক করা যায়। কত পাস করাতে গেলে কতটা শক্ত বা নরমভাবে খাতা দেখতে হবে তার নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আগেও দেয়া হয়েছে। এবার দেখা গেল শুধু এই পাস নয়, জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও অস্বাভাবিক রকম বেশি! স্কুল পরীক্ষায় এসব কৃতিত্ব দেখিয়ে যে নিজেদের গৌরব প্রকাশ করা যায়, সেটা এবার দেখা গেল। কথা আরও আছে। যে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর জাতীয় স্কুল পরীক্ষা নিয়ে সরকার নিজেদের প্রচার কাজ করল, সে পরীক্ষা আদৌ নেয়া হল কেন? কেন এই পরীক্ষা স্কুল পর্যায়ে হঠাৎ করে প্রবর্তিত হল? স্কুল পড়াশোনার ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষা একটা জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। তারপর ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হয়। এর আগে আরও দুটি জাতীয় পরীক্ষা স্কুল পর্যায়ে কেন চালু করা হল? আগে যে পরীক্ষা নিয়মমাফিক প্রত্যেক স্কুল নিজেই নিয়ে ছাত্রদের পরবর্তী উঁচু ক্লাসে নিত এখন তার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হল কেন? কোন সুস্থ শিক্ষানীতির যুক্তিতে ছাত্রদের ওপর এভাবে পরীক্ষার বোঝা চাপানো হল? স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নিয়ে এত লাফালাফির যৌক্তিকতাই বা কি! বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। হঠাৎ করে এই দুই পরীক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে যে সরকারি দুর্নীতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এতে সন্দেহ নেই। পরীক্ষা বাবদ ছাত্রদের থেকে ফি আদায়, শিক্ষকদের মধ্যে খাতা দেখে বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা, পরীক্ষা পরিচালনা করা ইত্যাদির খরচের টাকা নিজেদের লোকদের মধ্যে বণ্টন করা— এ দুই অতিরিক্ত পরীক্ষার খেসারত দিতে হচ্ছে অভিভাবকদের। এই সঙ্গে যে ছাত্ররা পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর আহ্লাদে আটখানা হয়ে লাফালাফি করছে তাদেরও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাদের পরিণত করা হচ্ছে প্রতারণার শিকারে। এর থেকে অনৈতিক ব্যাপার আর কী হতে পারে? এর সঙ্গে শিক্ষানীতির কী সম্পর্ক? শিক্ষানীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক তো নেই-ই, উপরন্তু এর দ্বারা শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিই প্রমাণিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো সরকারই কোনো সুষ্ঠু ও সুস্থ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেনি। কুদরত-ই-খোদা কমিশন থেকে নিয়ে মজিদ খানের কমিশন পর্যন্ত একই ব্যাপার। তারপর তো সেভাবেও কোনো শিক্ষানীতির দেখা পাওয়া যায়নি। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো যা মনে করে সেটা করাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো সরকারের 'শিক্ষানীতি'! বর্তমান সরকার দ্বারা স্কুল পর্যায়ে নতুন দুই পরীক্ষা প্রবর্তনের মতো প্রহসনও তাদের এই ধরনের শিক্ষানীতিরই এক নিদর্শন! [illegible]

২৫.১.২০১৪

বদরুদ্দীন উমর : সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল